ইসলামী জ্ঞান: নিত্যদিনের প্রয়োজনে

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ইতিহাস ও পরিচিতি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

আশআরী কারা এবং তাদের পরিচয় কি?

আশআরী কারা?
"আশআরী" বলতে এমন এক দলকে বোঝানো হয় যারা ঈমান, তাওহীদ অধ্যায়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা ও মানহাজের নীতির বাইরে চলে।

"আশআরী" মানে:
যারা বলে ঈমান শুধুমাত্র বিশ্বাসের নাম। অথচ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিকট ঈমান কথা ও কাজের নাম। যা অন্তর, মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এ তিনটি মাধ্যমে সংঘটিত হয়।

"আশআরী" মানে:
যারা বলে_ তাওহীদ শুধু আল্লাহর রুবুবিয়াত মানার নাম। অথচ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিকট তাওহীদ হয় আল্লাহর জন্য রুবুবিয়াত, আসমা ওয়াস সিফাত ও উলুহিয়াত সব সাব্যস্ত করার মাধ্যমে।

"আশআরী" মানে:
যারা আল্লাহ তাআলার গুণাবলীর মধ্য হতে হাতে গোনা কিছু ছাড়া বাকী সব গুণাবলী মানে না, যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ নিজেই কুরআনে বলেছেন এবং নবী ﷺ হাদীসে ব্যাখ্যা করেছেন।

"আশআরী" মানে:
তারা বলে — "আমাদের রব্ব তাঁর আরশের উপর আছেন" — এটা বলা যায় না! যদিও আল্লাহ নিজেই বলেছেন তিনি আরশের উপর আছেন, তবু আশআরীরা বলে — "না, তা নয়।"

"আশআরী" মানে:
তুমি বলতে পারবে না "আল্লাহ কোথায়?" — যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই দাসীর ঈমান যাচাই করতে এই প্রশ্ন করেছিলেন: "أين الله؟" (আল্লাহ কোথায় আছেন?)

"আশআরী" মানে:
আল্লাহ তাআলা "শব্দসহ কথা বলেন না" — বরং তাদের মতে, আল্লাহর "কথা" মানে "মনের ভাবনা"! অর্থাৎ, বাস্তবে আল্লাহ কথা বলেন না!

“আশআরী” মানে:
আমাদের হাতে যে কুরআন আছে, সেটি আল্লাহর প্রকৃত বাণী নয় — বরং এটি কেবল “একটি বর্ণনা” আল্লাহর কথার সম্পর্কে! অর্থাৎ, আল্লাহ শুধু “অর্থ” জিবরীল এর মাঝে রেখেছেন, আর জিবরীল নিজের শব্দে ও অক্ষরে তা প্রকাশ করেছেন। ফলে, তাদের মতে আল্লাহ নিজে কুরআন বলেননি!

“আশআরী” মানে:
আল্লাহ শোনেন না যখন শব্দ সৃষ্টি হয়, দেখেন না যখন দৃশ্য উপস্থিত হয় — বরং তাঁর শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি “চিরন্তন”, ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়!

“আশআরী” মানে:
আল্লাহ কাফিরের প্রতি রাগান্বিত হন না, অথবা তাঁকে ঘৃণা করেন না; এবং মুমিনের প্রতি ভালবাসেন না, বরং “ভালবাসা” ও “রাগ” বলতে তারা শুধু “পুরস্কার” ও “শাস্তি”-কে বোঝায়!

“আশআরী” মানে:
আল্লাহ রাতের শেষ তৃতীয় ভাগে নিকটতম আসমানে নামেন না; বরং নেমে আসে কেবল ফেরেশতা!

“আশআরী” মানে:
আল্লাহ আদমকে নিজের হাতে সৃষ্টি করেননি, মূসার সাথে বাস্তবিকভাবে কথা বলেননি, ইব্রাহিমকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেননি, কারণ — তাদের মতে — “আল্লাহ ভালোবাসেন না”!

“আশআরী” মানে:
মুমিনরা কিয়ামতের দিন আল্লাহর চেহারা দেখবে না, কারণ তাদের মতে, আল্লাহর কোনো দিক নেই, আর “চেহারা” বলে কিছুই নেই!

“আশআরী” মানে:
যারা বলে আহাদ হাদীস (যেগুলো সংখ্যায় এক বা অল্প সংখ্যক সাহাবী বর্ণনা করেছেন) — যা অধিকাংশ সহীহ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত, তা গ্রহণযোগ্য না। এসবকে তারা আকীদার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মনে করে না, যদিও তা সহীহ বুখারী ও মুসলিমে থাকে।

তাদের ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী বলেছেন —
সহীহ বুখারী ও মুসলিমে থাকা “সিফাত সম্পর্কিত হাদীস”গুলো মিথ্যা, কারণ সেগুলোর অর্থ করলে আল্লাহকে দেহধারী মনে হয়!

“আশআরী” মানে:
যারা বলে কুরআনের “সিফাত” সম্পর্কিত আয়াতগুলোর প্রত্যক্ষ অর্থ কুফর ও শিরক, তাই এসবের উপর নির্ভর

করা যায় না। অর্থাৎ, তারা বলে: কুরআন ও হাদীসকে আকীদার উৎস হিসেবে ধরা যায় না!
ফলে তারা বলে —
“আকীদায় বুদ্ধি (عقل) আগে, আর দলীল (نقل) পরে।”
কারণ, রাযীর মতে —
বুদ্ধি হচ্ছে “নিশ্চিত সত্য”, আর কিতাব-সুন্নাহর অর্থ “সম্ভাবনামূলক”।
তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় —
আকীদার ক্ষেত্রে বুদ্ধি কিতাব ও সুন্নাহর উপর প্রাধান্য পায়!

“আশআরী” মানে:
যারা বলে আল্লাহর গুণাবলীর আয়াতগুলোর অর্থ জানা যায় না এবং সালাফ (সহাবী, তাবেঈন) এসব আয়াতের অর্থ বুঝতেন না — তাদের মতে, এগুলো কেবল “অর্থহীন শব্দ”! এতে প্রমাণ হয়, বহু আয়াত নাকি মানুষের জন্য বিবরণ বা ব্যাখ্যা নয়!

“আশআরী” মানে:
যারা বলে খালাফ (পরবর্তী প্রজন্ম)-এর পদ্ধতি নাকি সালাফ (সাহাবী-তাবেঈন)-এর চেয়ে বেশি জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাপূর্ণ — কারণ, খালাফ নাকি “অর্থে গভীরে গেছেন”,
কিন্তু সালাফরা তা বুঝতে পারেননি!

এটাই হলো আশআরীদের পথ —

- দলীল (কুরআন-সুন্নাহ)-এর প্রতি অবিশ্বাস,
- বুদ্ধিতে বিভ্রান্তি ও দ্বন্দ্ব,
- স্বভাবজাত ফিতরাহর বিরোধিতা,
- সাধারণ মুসলিমের সরল বিশ্বাস থেকে বিচ্যুতি,
- আল্লাহর গুণাবলী অস্বীকার,
- আর “আল্লাহকে মাখলুকের মতো বলা” থেকে বাঁচতে গিয়ে, তারা তাঁকে অস্তিত্বহীনের মতো করে ফেলেছে!

তারপরও তারা নিজেদের বলে —
“আমরাই আহলুস সুন্নাহ”, আর নিজেদের জ্ঞানী দাবি করে!

ফুটনোট

https://www.facebook.com/abubakar.m.zakaria/posts/pfbid02vd5Y6e9i6w6cEZb9XEJsQ1372o

G13A3cTCgXzQQUpUyxoY71HGKMMvzLh9VNHkGyl

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=15171

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন